আমি তাওবা করতে চাই . . কিন্তু !

বিভাগ/অধ্যায়ঃ তাওবাকারীর জন্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ ফাত্ওয়া

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ শাইখ মুহাম্মাদ সালিহ আল-মুনাজ্জিদ

[প্রশ্ন নং ১৫] সেই মালের দ্বারা কি করবে যা ধুমপানের সামগ্রীর ব্যবসা থেকে লাভ হয়েছে, তেমনিভাবে যা তার অন্যান্য হালাল মালের সাথে সংমিশ্রণ ঘটে গেছে?

উত্তর: যে ব্যক্তি হারাম জিনিসের ব্যবসা করে যেমন বাদ্যযন্ত্র, হারাম ক্যাসেটের ব্যবসা, ধুমপানের সামগ্রী ইত্যাদি এবং এর হুকুমও জানে। অতঃপর তাওবা করে, তাহলে এই হারাম ব্যবসার লভ্যাংশ দান হিসেবে নয় বরং তা থেকে নিষ্কৃতি পাবার লক্ষ্যে বিলিয়ে দিবে। কেননা আল্লাহ তা'আলা পবিত্র, তিনি পূত-পবিত্র জিনিস ছাড়া গ্রহণ করেন না।

যদি এই হারাম মাল অন্যান্য হালাল মালের সাথে মিলে যায় যেমন ডিপার্টমেন্টাল স্টোর যাতে বিভিন্ন হালাল সওদার সাথে কিছু নাজায়েয জিনিসও বিক্রি করা হয়ে থাকে তাহলে সে এই মালের একটা যথাসম্ভব অনুমান করে মূল্য বের করে দিবে বাকী মালকে পবিত্র করার জন্য। আল্লাহ তাকে এর পরিবর্তে আরো ভালো কিছুর ব্যবস্থা করে দিবেন। তিনি হচ্ছেন প্রশংসার অধিকারী, সম্মানিত।

এখানে একটা বিষয় জেনে রাখা প্রয়োজন যে, যার নিকট হারাম উপার্জনের মাল রয়েছে এবং সে তাওবা করতে চায় তাহলে:

১. উপার্জন করার সময় যদি সে কাফের হয়ে থাকে তাহলে তাওবা করার সময় সেগুলো বের করার প্রয়োজন পড়বে না। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার সাহাবাদের ইসলাম গ্রহণ করার সময় হারাম মাল বের করার জন্য বাধ্য করেননি।

২. কিন্তু যদি উপার্জন করার সময় যে ব্যক্তি মুসলমান থাকে এবং সেটি হারাম হওয়ার ব্যাপারটি অবগত থাকে তাহলে অবশ্যই তাওবা করার সময় হারাম মাল বের করে দিতে হবে।

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=3844

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন